



কেন্দ্রীয় মসজিদ
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-৩১০০।

সাহরী ও ইফতারের সময়সূচি

(শুধুমাত্র সিলেট জেলার জন্য প্রযোজ্য)

পবিত্র রমযান ১৪৪৬ হিজরী, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

রহমতের ১০ দিন

রমযান	মাস		বার	সাহরীর শেষ সময়	ফজরের আযান	ইফতারের সময়
	মার্চ	এপ্রিল				
১	০২	মার্চ	রবিবার	৪:৫৫ মিনিট	৫:০১ মি:	৫:৫৮ মিনিট
২	১		সোমবার	৪:৫৪ মিনিট	৫:০০ মি:	৫:৫৯ মিনিট
৩	৪		মঙ্গলবার	৪:৫৩ মিনিট	৪:৫৯ মি:	৬:০০ মিনিট
৪	৫		বুধবার	৪:৫২ মিনিট	৪:৫৮ মি:	৬:০১ মিনিট
৫	৬		বৃহস্পতিবার	৪:৫১ মিনিট	৪:৫৭ মি:	৬:০১ মিনিট
৬	৭		শুক্রবার	৪:৫০ মিনিট	৪:৫৬ মি:	৬:০২ মিনিট
৭	৮		শনিবার	৪:৪৯ মিনিট	৪:৫৫ মি:	৬:০২ মিনিট
৮	৯		রবিবার	৪:৪৮ মিনিট	৪:৫৪ মি:	৬:০২ মিনিট
৯	১০		সোমবার	৪:৪৭ মিনিট	৪:৫৩ মি:	৬:০৩ মিনিট
১০	১১		মঙ্গলবার	৪:৪৬ মিনিট	৪:৫২ মি:	৬:০৩ মিনিট

মাগফিরাতের ১০ দিন

১১	১২		বুধবার	৪:৪৫ মিনিট	৪:৫১ মি:	৬:০৪ মিনিট
১২	১৩		বৃহস্পতিবার	৪:৪৪ মিনিট	৪:৫০ মি:	৬:০৪ মিনিট
১৩	১৪		শুক্রবার	৪:৪৩ মিনিট	৪:৪৯ মি:	৬:০৪ মিনিট
১৪	১৫		শনিবার	৪:৪২ মিনিট	৪:৪৮ মি:	৬:০৫ মিনিট
১৫	১৬		রবিবার	৪:৪১ মিনিট	৪:৪৭ মি:	৬:০৫ মিনিট
১৬	১৭		সোমবার	৪:৪০ মিনিট	৪:৪৬ মি:	৬:০৬ মিনিট
১৭	১৮		মঙ্গলবার	৪:৩৯ মিনিট	৪:৪৫ মি:	৬:০৬ মিনিট
১৮	১৯		বুধবার	৪:৩৮ মিনিট	৪:৪৪ মি:	৬:০৭ মিনিট
১৯	২০		বৃহস্পতিবার	৪:৩৭ মিনিট	৪:৪৩ মি:	৬:০৭ মিনিট
২০	২১		শুক্রবার	৪:৩৬ মিনিট	৪:৪২ মি:	৬:০৭ মিনিট

নাজাতের ১০ দিন

২১	২২		শনিবার	৪:৩৫ মিনিট	৪:৪১ মি:	৬:০৮ মিনিট
২২	২৩		রবিবার	৪:৩৪ মিনিট	৪:৪০ মি:	৬:০৮ মিনিট
২৩	২৪		সোমবার	৪:৩৩ মিনিট	৪:৩৯ মি:	৬:০৯ মিনিট
২৪	২৫		মঙ্গলবার	৪:৩২ মিনিট	৪:৩৮ মি:	৬:০৯ মিনিট
২৫	২৬		বুধবার	৪:৩১ মিনিট	৪:৩৭ মি:	৬:০৯ মিনিট
২৬	২৭		বৃহস্পতিবার	৪:৩০ মিনিট	৪:৩৬ মি:	৬:১০ মিনিট
২৭	২৮		শুক্রবার	৪:২৯ মিনিট	৪:৩৫ মি:	৬:১০ মিনিট
২৮	২৯		শনিবার	৪:২৮ মিনিট	৪:৩৪ মি:	৬:১১ মিনিট
২৯	৩০		রবিবার	৪:২৬ মিনিট	৪:৩২ মি:	৬:১১ মিনিট
৩০	৩১		সোমবার	৪:২৪ মিনিট	৪:৩০ মি:	৬:১২ মিনিট

বিদ্র: সাহরীর শেষ সময় সতর্কতামূলক ভাবে সুবাহি সাইদিকের ৩ মিনিট পূর্বে ধরা হয়েছে এবং ফজরের ওয়াক্তের শুরু সুবহে সাইদিকের ৩ মিনিট পর রাখা হয়েছে। অতএব, সাহরীর শেষ সময়ের ৬ মিনিট পর ফজরের আযান দিতে হবে। সূর্যাস্তের পর শতর্কতামূলকভাবে ৩ মিনিট বাড়িয়ে ইফতারের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাহে রমযান ও যাকাত:

রমযান মাসে দান খরাতের সওয়াব অন্যান্য মাস হতে সত্তর গুণ বেশি। তাই এ মাসে যাকাত আদায় করার সওয়াব অনেক বেশি। 'হাওয়াইজে আসলিয়া' বাস্তবত যে ব্যক্তি ৫২ তোলা রূপা বা সাড়ে ৭ তোলা সোনা কিংবা তৎপরিমাণ মূল্যের টাকার বা এর অধিক সম্পদের মালিক হয় এবং এ পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বছরকাল ছাড়াই হলে ঐ ব্যক্তির উপর শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত ফরয হবে।

রোযা ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ:

- রোযা রেখে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা বা যৌনাচার করার কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। আর এতে রোযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব।
- অনিচ্ছাকৃতভাবে গুণ্ডা, গোসলের পানি বা অন্য কোন হাদ্দ্রব্য খাদ্যাদ্যাদিতে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে শুধু কামা ওয়াজিব হবে।
- নাকের ছিদ্রপথে কোনকিছু পেটে গেলে, দাঁতের মধ্যকার কোন খাদ্য (যুট পরিমাণ) পেটে গেলে, মুখভরা বমি মুখে ভিতর এসে আবার পেটে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে শুধু কামা ওয়াজিব।
- নিদ্রাবস্থায় কেউ কিছু খাইয়ে দিলে, পেলে বা মাথার ক্ষতস্থানে লাগানো ঔষধ পেটে ঢুকলে, কানের মধ্য দিয়ে কোন কিছু শরীরে প্রবেশ করলে, রাত বাকি আছে মনে করে সুবহে সাইদিকের পর কিছু খেলে এমনিভাবে ইফতারের সময় হয়েছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে কিছু খেলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কামা ওয়াজিব হবে।
- রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার বা যৌনাচার করলে রোযা ভঙ্গ হয় না তবে এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে পুনরায় এ কাজগুলো যদি কেউ করে তাহলে কামা ওয়াজিব।
- উল্লেখ্য যে, দুমপান দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।

যে সকল কারণে রোযা মাকরুহ হয়

- অনাবশ্যক কোন জিনিস চিবানো বা চেটে দেখা।
- কোন দ্রব্য মুখে দিয়ে রাখা।
- গড়গড়া করা বা নাকের ভিতর পানি টেনে নেওয়া।
- ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থুতু জমা করে গলাধিকরণ করা।
- মিথ্যা কথা বলা।
- গীবত বা চেগলখুরী করা।
- গলাগালি বা ঝগড়া ফাসাদ করা।
- সমস্ত দিন নাপাক অবস্থায় থাকা।
- রোযার কারণে অস্থিরতা বা কাতরতা প্রকাশ করা।
- কয়লা চিবিয়ে অথবা পাউডার,

রোযার পরিচিতি:

আরবী সাওমের বহুবচন সিয়াম। ইসলামের পরিভাষায় সুবহে সাইদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা।

রোযার ফযীলত:

আল্লাহ পাক বলেন: রোযা আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই। কেননা, রোযা পালনকারীরা একমাত্র আমারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পানাহার ও প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করে থাকে।

যাদের উপর রোযা ফরয:

অসুস্থ, মুসাফির ও মহিলাদের শর-ই উজর ব্যতীত প্রত্যেক সাবালক নারী-পুরুষের উপর মাহে রামাহানের রোযা পালন করা ফরয।

রোযার নিয়্যাত:

নাওয়াইতু আন আসুমু গাদাম মিন শাহরি রামযানাল মুবারকি। (আমি আগামীকাল রমযানুল মোবারকের রোযা রাখার নিয়্যাত করলাম)

ইফতারের দু'আ:

আল্লাহুমা শাকা হুমতু ওয়া'আশা বিখিকা আফতারতু। (হে আল্লাহ আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্যই রোযা রেখেছি এবং আপনার বিখিক দ্বারাই ইফতার করছি)

ইতিকাহফ:

রমযান শরীফের শেষ দশদিনে ইতিকাহফ করা সূর্যাস্তে মুহাক্কাদা কিফায়। হযরত উমর (রা)-এর বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাহফ করতেন। ইতিকাহফে সময় পোসব, পায়ামনা বা ফরয পোসল ব্যতীত অন্য কোন কারণে সমাজিকের সীমানার বাইরে গেলে ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে যা।

ফিদয়া

বার্ধক্য ও দূরারোগ্যে আক্রান্ত ব্যক্তি রোজা রাখতে অক্ষম হলে প্রতিটি রোযার বিপরিতে একজন মিসকিন কে দু-বেলা খাবার/সমপরিমাণ অর্থ (জীবন যাত্রার ব্যয় অনুযায়ী) দান করবে।

নিদ্দের আমল গুলো বেশী বেশী করুন।

কোরআন তেলাওয়াত ও কোরআন।
অধ্যয়ন করা।
কালিমা তাহযিব্বাহ বেশী করে পরা।
ইস্তিফহার করা।
জান্নাত গ্রহণ করা।
জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া।

লাইলাতুল কদরের দু'আ:

আল্লাহুমা ইন্নাকা আফুউন তুহিবুলু আফগুয়া ফাকু আন্নী। (হে আল্লাহ নিশ্চই আপনি অধিকতর ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন)



আসন্ন পবিত্র মাহে রামাদান-২০২৫ মোতাবেক ১৪৪৬ হিজরী এর খতমে তারাবীহ্ এর তিলাওয়াত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিকৃবি কেন্দ্রীয় মসজিদে মাহে রামাদানের ১ম ০৬ (ছয়) দিন দেড় পারা করে ০৯ পারা এবং বাকি ২১ দিন এক পারা করে ২১ পারা তিলাওয়াত করে ২৬ রামাদান ২৭ তম তারাবীহ্ তে পবিত্র কোরআনে কারীম খতম সম্পন্ন করা হবে।

তারাবীহ্‌তে প্রতি দিনের তিলাওয়াত :

ক্রম	তারাবীহ্	সুরার নাম ও আয়াত	পারা
০১	১ম তারাবীহ্	সুরা ফাতেহা ১ম আয়াত থেকে সুরা বাকারা ২০৩ আয়াত পর্যন্ত।	১ম ও ২য়
০২	২য় তারাবীহ্	সুরা বাকারা ২০৪ আয়াত থেকে সুরা আলে ইমরান ৯১ আয়াত পর্যন্ত।	২য় ও ৩য়
০৩	৩য় তারাবীহ্	সুরা আলে ইমরান ৯২ আয়াত থেকে সুরা নিসা ৮৭ আয়াত পর্যন্ত।	৪র্থ ও ৫ম
০৪	৪র্থ তারাবীহ্	সুরা নিসা ৮৮ আয়াত থেকে সুরা মায়িদা ৮২ আয়াত পর্যন্ত।	৫ম ও ৬ষ্ঠ
০৫	৫ম তারাবীহ্	সুরা সুরা মায়িদা ৮৩ আয়াত থেকে সুরা আরাফ ১১ আয়াত পর্যন্ত।	৭ম ও ৮ম
০৬	৬ষ্ঠ তারাবীহ্	সুরা আরাফ ১২ আয়াত থেকে সুরা আনফান ৪০ আয়াত পর্যন্ত।	৮ম ও ৯ম
৭ম তারাবীহ্ থেকে প্রতি দিন এক পারা করে তিলাওয়াত করা হবে।			
০৭	৭ম তারাবীহ্	সুরা আনফান ৪১ আয়াত থেকে সুরা তাওবা ৯৩ আয়াত পর্যন্ত।	১০তম পারা
০৮	৮ম তারাবীহ্	সুরা তাওবা ৯৪ আয়াত থেকে সুরা হুদ ০৫ আয়াত পর্যন্ত।	১১তম পারা
০৯	৯ম তারাবীহ্	সুরা হুদ ০৬ আয়াত থেকে সুরা ইউসুফ ৫২ আয়াত পর্যন্ত।	১২তম পারা
১০	১০ম তারাবীহ্	সুরা ইউসুফ ৫৩ আয়াত থেকে সুরা হিজর ০১ আয়াত পর্যন্ত।	১৩তম পারা
১১	১১তম তারাবীহ্	সুরা হিজর ০২ আয়াত থেকে সুরা নাহল ১২৮ আয়াত পর্যন্ত।	১৪তম পারা
১২	১২তম তারাবীহ্	সুরা বনী ইসরায়েল ০১ আয়াত থেকে সুরা কাহাফ ৭৪ আয়াত পর্যন্ত।	১৫তম পারা
১৩	১৩তম তারাবীহ্	সুরা কাহাফ ৭৫ আয়াত থেকে সুরা তুহা ১৩৫ আয়াত পর্যন্ত।	১৬তম পারা
১৪	১৪তম তারাবীহ্	সুরা আশিয়া ০১ আয়াত থেকে সুরা হজ্ব ৭৮ আয়াত পর্যন্ত।	১৭তম পারা
১৫	১৫তম তারাবীহ্	সুরা মুমিনুন ০১ আয়াত থেকে সুরা ফোরকান ২০ আয়াত পর্যন্ত।	১৮তম পারা
১৬	১৬তম তারাবীহ্	সুরা ফুরকান ২১ আয়াত থেকে সুরা নামল ৫৯ আয়াত পর্যন্ত।	১৯তম পারা
১৭	১৭তম তারাবীহ্	সুরা নামল ৬০ আয়াত থেকে সুরা আনকাবুত ৪৪ আয়াত পর্যন্ত।	২০তম পারা
১৮	১৮তম তারাবীহ্	সুরা আনকাবুত ৪৫ আয়াত থেকে সুরা আহজাব ৩০ আয়াত পর্যন্ত।	২১তম পারা
১৮	১৯তম তারাবীহ্	সুরা আহজাব ৩১ আয়াত থেকে সুরা ইয়াসিন ২১ আয়াত পর্যন্ত।	২২তম পারা
১৯	২০তম তারাবীহ্	সুরা ইয়াসিন ২২ আয়াত থেকে সুরা জুমার ৩১ আয়াত পর্যন্ত।	২৩তম পারা
২০	২১তম তারাবীহ্	সুরা জুমার ৩২ আয়াত থেকে সুরা হামিম সিজদা ৪৬ আয়াত পর্যন্ত।	২৪তম পারা
২১	২২তম তারাবীহ্	সুরা হামিম সিজদা ৪৭ আয়াত থেকে সুরা জাসিয়াহ ৩৭ আয়াত পর্যন্ত।	২৫তম পারা
২২	২৩তম তারাবীহ্	সুরা কাফ ০১ আয়াত থেকে সুরা জারিয়াত ৩০ আয়াত পর্যন্ত।	২৬তম পারা
২৩	২৪তম তারাবীহ্	সুরা জারিয়াত ৩১ আয়াত থেকে সুরা হাদিদ ২৯ আয়াত পর্যন্ত।	২৭তম পারা
২৪	২৫তম তারাবীহ্	সুরা মুজাদালা ০১ আয়াত থেকে সুরা তাহরিম ১২ আয়াত পর্যন্ত।	২৮তম পারা
২৫	২৬তম তারাবীহ্	সুরা মুলক ০১ আয়াত থেকে সুরা মুরসালাত ৫০ আয়াত পর্যন্ত।	২৯তম পারা
২৬	২৭তম তারাবীহ্	সুরা নাবা ০১ আয়াত থেকে সুরা নাস ০৬ আয়াত পর্যন্ত।	৩০ তম পারা